নিষ্ফল তরু।

শ্রীমতী তরঙ্গিণী দাসী-বিরচিত

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সাং কোন্নগর।

কলিকাতা।

জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানির প্রেসে মুদ্রিত।

২১ নম্বর, বহুবাজার ষ্ট্রীট্।

১২৮৪ সাল।

উপহার।

পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত প্রিয়পতি

মহাশয় শ্রীচরণেষু।

স্বামিন! আপনার অকৃত্রিম স্নেহ ও প্রণয়ের উপহার স্বরূপ এই ক্ষুদ্র যৎসামান্য পুস্তক খানি আপনার কর-কমলে অর্পণ করিলাম। আপনি ইহাকে স্নেহচক্ষে দেখিলে পরমানন্দ লাভ করিব, ইতি।

কোন্নগর,	}	একান্ত তোমারি*
১৯এ আশ্বিন, ১২৮৪	}	তরঙ্গিণী।

* বাবু চন্দ্রমোহন ঘোষ।

নিষ্ফল তরু।

পূর্ণিমার শশী।

আজি বিনোদ পূর্ণিমা। যামিনী শুক্ল বসন পরিধান করিয়া, চারু কৌমুদী-মালা গলদেশে ধারণ করিয়া নিজ নায়কের সন্তোষ সম্পাদন করিতেছেন। পৃথিবী হাস্যময়ী, মধুরভাবে পরিপূর্ণ। নৈশ পবন চোরের মত পা টিপিয়া, কোথায় জাঁতী, কোথায় যুথী, কোথায় বেল, কোথায় মল্লিকে, কোথায় গোলাপ, ইহাদের মধুর গন্ধটুকু হরণ ক'রে হেলে দুলে, এদিক ওদিক ছুটে বেড়াইতেছে। বাল, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই বিমল চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়া আমোদ করিতেছে। চন্দ্র হাসচে, নক্ষত্ররাজি হাসচে, পৃথিবী হাসচে, পৃথিবীস্থ সকল মানবই হাসচে, তবে আমি কেন হাসি না?—কে বলিবে কেন হাসি না? এই মাত্র বলিতে পারি আমার হাসি আসে না। এক দিন এই পৃথিবী সুখময়ী ব'লে বোধ হ'তো, প্রতি নক্ষত্রে অপূর্ব্ব শোভা দেখিতাম, প্রতি বিহঙ্গম-শব্দে মধুর কূজন শুনিতাম, প্রতি মনুষ্যের মুখে সরলতা দেখিতাম, অকারণে কত হাসি হাসিতাম। তখন মনে সুখ ছিল, অনেক সুখের আশা ছিল। এখন সে সুখও নাই, সে সুখের আশাও নাই। সুখ অল্প ও ক্ষণস্থায়ী, আশা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী। চন্দ্র, এক দিন তোমাকে দেখিয়া

কত হাসি হাসিয়াছি, তোমাকে দেখিবার জন্যে পাগল হ'য়ে বেড়াইয়াছি, আজি আর সে ভাব নাই, আজি তোমাকে অসংখ্য নক্ষত্র-মালা পরিবেষ্টিত দেখিয়া, অতীত সুখ স্মরণ-পথে উদিত হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। শশিন্! তুমি হাসচ? হাস, তোমার মনে সুখ আছে, আশার বস্তু আছে, তাই তোমার এত সুখভরা মধুর হাসি, ও হাসি তোমার মুখেই শোভা পায়। তোমার হাসি দেখে কি আমি হাসিব? জাননা কি মানুষের মন কুটিলতা-পরিপূর্ণ। অপরের সুখ দেখলে সুখী হওয়া দূরে থাক বরং দুঃখই প্রকাশ করিয়া থাকে। তুমি যত পার হাস, হাসির স্রোত ধরাময় বিকীর্ণ কর, আমি কিন্তু হাসিব না।

মনের কি বিচিত্র গতি! এই মাত্র বলিতেছিলাম তোমাকে দেখিয়া হাসিব না, ক্ষণমাত্রে সে প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেলাম, আবার হাসিলাম।

শশিন্! আমি তোমাকে কত ভালবাসি, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করি, তবু তুমি আমায় ভালবাস না? তুমি উঠিয়াছ দেখিয়া, আমি সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি তোমাকে দেখিতে আসিলাম। দেখ, তোমাকে দেখিবার জন্য গৃহের ছাদে ছাদে বেড়াইতেছি, কোথা থেকে তোমাকে ভাল করিয়া, মনের আশা মিটাইয়া দেখিতে পাব। তুমি কিন্তু সে ভাব ভাবনা, ভুলেও সে পথে পদক্ষেপ করনা, একবার মনভ্রমেও দেখাটা করনা, যদি সম্মুখে এসে পড়ি তাহা হইলেই দেখা কর, সেটাও আমার একান্ত জেদে ও চক্ষুলজ্জার খাতিরে। এই দুঃখেই তো তোমাকে দেখবোনা মনে করি। পাছে তোমাকে দেখ্‌তে হয় এই ভয়ে যেখানে তোমার ছায়াও প্রবেশ করিতে পারে না এমন স্থানে লুকাইয়া

থাকি। লুকাইলে কি হবে? তুমি যাই ভাবনা কেন আমার মন তো তা বুঝে না। আবার তোমাকে দেখিতে আসি, "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।" যখন প্রথম তোমাকে দেখিয়াছিলাম তখনই এই প্রতিজ্ঞা করা উচিত ছিল। এখন প্রতিজ্ঞা বালির বাঁধ, আর তো এ প্রাণ থাকিতে তোমাকে ভুলিতে পারিব না।

আজি তোমাকে দেখিব না ব'লে লুকাইয়াছিলাম, কিন্তু থাকিতে পারিলাম না। ঐ মধুর মুখে মধুর হাসি হৃদয়ে জেগে উঠ্‌লো, আর থাকিতে পারিলাম না, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া তোমাকে দেখিবার জন্য শত শত প্রতিবন্ধক অবাধে উল্লংঘন করিয়া আসিতেছি। দেখি রে চাঁদমুখ খানি, একবার প্রাণ ভ'রে দেখি। দেখিবার সময় চক্ষের পল্লব পড়ে কেন? ঐ বড় দুঃখ। সুধাকর! সকলেই তোমাকে সুধাকর বলে, তবে আমাকে এত জ্বালাইতেছ কেন? ছি বিধু! তুমি বড় শঠ।—ও কি ও? সোণামুখে পরদা পড়'লো কেন? তুমি কি রাগ ক'র্‌লে? আবার গম্ভীর স্বরে ওকি বল্‌লে? "তুমি দেবতা শঠতা জাননা।" তুমি শঠতা জান আর নাই জান আমি কিন্তু তোমাকে শঠ বলিব।—আবার রাগ ক'র্‌লে, কর, এটি তোমার জেদ, নিতান্ত জেদ।

শশি, তুমি আমার প্রাণের শশী, সোণার শশী,
তুমি আমার পূর্ণশশী,
প্রাণে প্রাণে মেশামিশি,
দেখ্‌বো ব'লে বদন তোমার
জেগে মরি সারানিশি।

তোমাকে দেখে আমার তৃপ্তি হয় না, একটু নেমে এস ভাল ক'রে দেখি রে চাঁদমনি! আবার কাল মেঘে মুখখানি

ঢাকলে কেন? বাঃ বেশ দেখিয়েছ? ঠিক যেন অবগুণ্ঠনবতী বঙ্গমহিলা। না, না, তুমি অবগুণ্ঠন উন্মোচন কর, তোমার ঐ মুখখানি পৃথিবীর অনেক উপকারে আসিবে, বিশেষ প্রণয়ীদের কাছে তো অনেক আদরের ধন। দেখ, যদি মুখখানি ঢেকে রাখ তাহা হইলে প্রণয়ীরা প্রিয়তম প্রিয়তমার রূপ বর্ণনার সময় আর কারে ধ'রে টানাটানি করবে? অতএব যদি তোমার মনে লোক-হিতৈষিতা থাকে তাহা হইলে উপকারার্থে মুখের আবরণ উন্মোচন কর। আর একটি অনুরোধ তোমাকে রাখ্তে হবে, দেখ তুমি অনেক উচ্চে রহিয়াছ, আমার বড় দুঃখ হয় যে তোমাকে প্রাণ ভ'রে দেখ্তে পাইনা। একটু নামিয়া এস ভাল করিয়া তোমার চাঁদবদন খানি দেখি।

কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! পাহাড় পর্ব্বত সুদ্ধ যে নাব্‌চো? ওঃ তুমি যে পাহাড় পর্ব্বত হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছ, উহা সুদ্ধ নামিলেই এখনি তোমার সোণার পৃথিবী গুঁড়া হয়ে উড়ে যাবে। না না শশিন্, তোমাকে আর নামিতে হইবে না, তুমি নৈশ গগনে অনন্তাসনে ব'সে থাক, অভাগিনী এই স্থান থেকে তোমাকে দেখিয়া বিদায় হবে। তোমাকে প্রাণে প্রাণে ভালবাসিবে, দেখ্‌লে হাস্‌বে, দুঃখের দুঃখী হবে, সুখের সুখী হবে, তুমি অন্তরের বস্তু অন্তরেই থাক, আর আসতে হবে না। বাস্তবিক কি তোমার জন্য সোণার পৃথিবী গুঁড়া করবো? তা হ'লে আমাকে পুলিপোলাও খেতে হবে। তবে আর কি করিব দেব! তুমি ঐ খানে থাক, আমিও এইখান থেকে তোমাকে দেখিব। আমার সোণার শশীন্দ্র! একবার বিধুমুখে মধুর হাসি হাস, দেখি রে দেখে যাই।

প্রিয় সখা।

১

সখা হে সে দিন তব পড়ে কিহে মনে।
এক প্রাণে একমনে
এক অঙ্গ সম্মিলনে
গলায় গলায় ধরি আহ্লাদে দুজনে
ভ্রমিতাম কত সুখে নগরে বিজনে॥

২

উঠিতেন ধীরে ধীরে শান্ত দিনমণি
উজলি উদয়-গিরি
সোণার বরণ ধরি,
বিচিত্র গগন-ভালে! মন-বিমোহিনী
হাসিত অতল জলে ফুল্ল কমলিনী॥

৩

হেরিয়া সে শোভা মম হরষিত মন।
নিশা অবসান দেখি
শাখী ছেড়ে যত পাখী
উড়িত আমোদে মাতি বিহঙ্গমগণ।
ছড়াত গগন ভরি মধুর কূজন॥

৪

উঠিতাম মনোরঙ্গে দেখিতাম হায়
নিশার নীহার-হারে
শতদলে শোভা করে
যেন শতেশ্বরী হার পরেছে গলায়,
আহ্লাদে অবশ তনু আমোদে মাতায়॥

৫

প্রকৃতির নব শোভা নয়ন-রঞ্জিনী।
সমীরণে আলিঙ্গিয়ে
ফুটিত কুসুম-চয়ে
সাজিত মোহন সাজে বনবিনোদিনী।
কোথা আজি সেই ভাব চিত্তবিনোদিনী ॥

৬

ক্রমে ক্রমে দিনমান হ'লে অবসান,
শোভিত গগন-ভালে
অলক্ত-জলদ-জালে
দিনেশ-কিরণ ধরা করিয়ে চুম্বন
বিষাদে অচল আড়ে লুকাতো তপন ॥

৭

বেড়াতাম মন-সুখে আমরা দুজনে
অই ভাগীরথী তীরে
স্নান করি হীম নীরে
বসিয়ে সৈকত ভূমে আনন্দিত মনে,
কহিতাম কত কথা আমোদে দুজনে ॥

৮

চুম্বিয়ে সৈকত ভূমি ছুটিত গাঙ্গিনী।
উপরে উঠিত চাঁদ
পাতিয়ে শোভার ফাঁদ
নক্ষত্র-হীরক-হার পরি নিশামণি
বিচিত্র কিরণজালে আহ্লাদি মেদিনী।

নিষ্ফল তরু।

৯

সে সুখের দিন সখে পড়ে কিহে মনে ?
বরিষার ঘন ঘন
সুনীল নবীন ঘন
গুরু গুরু গরজনে ডাকিলে গগনে
হাসিত দামিনীলতা লুকা'ত গোপনে ॥

১০

অমনি সুখের সিন্ধু উথলি উঠিত।
ও চাঁদ বদন দেখি,
হইতাম কত সুখী,
সদত উদিয়ে মনে নব আশা কত
ভাসা'ত হৃদয় মম সুখে অবিরত ॥

১১

আর না দেখিব সখে ও চাঁদ বদন।
আশাসুখ ছিল যত,
সকলি হয়েছে হত,
লুকা'ল জলধি-জলে সুখের তপন।
আর না আসিবে ফিরে থাকিতে জীবন ॥

১২

জানি আমি গেছ ভুলে আমারে নিশ্চয়।
তোমার বিচ্ছেদানলে
নিরন্তর মরি জ্ব'লে
সুধামাখা মুখ খানি মানসে উদয়।
আজিও তোমার লাগি কাঁদিছে হৃদয় ॥

১৩

আমার সুখের দিন গিয়াছে চলিয়া
এ জীবনে পুনর্ব্বার
আসিবে না ফিরে আর
শোকের তরঙ্গ বহে হৃদয় ভাঙ্গিয়া
কাঁদিতেছে প্রাণ মন তোমার লাগিয়া॥

১৪

বিধাতা তোমারে সুখী করুন এখন।
যাই সখে এই বার
না আসিব ফিরে আর
করিলাম প্রাণ-সখে বিদায় গ্রহণ।
ধরায় পাবে না আর মম দরশন॥

বিধবার স্বপ্ন।

স্বজনী রে যে যাতনা পেতেছি অন্তরে রে।
কি আর তোমারে কব, হয়ে আছি যেন শব,
মরম আঘাতে মম পরাণ কাটিছে রে।
কেন নিদ্রা দেখাইল, কেন পুনঃ হ'রে নিল,
প্রবল অনল কেন হৃদয়ে জ্বালিল রে।
নিদ্রায় নিশীথ কালে, ছিনু সই কুতূহলে,
দেখিলাম প্রাণ সখি অপূর্ব্ব স্বপন রে।
প্রাণেশ্বর মম পাশে, আসিতেছে হেসে হেসে,
ধরিয়ে চরণ দুটি যতনে কহিল রে।
"প্রিয়তমে প্রাণপ্রিয়ে, একবার দেখ চেয়ে,
অধীন তোমার লাগি বিষাদ অন্তরে রে।

বেড়াইছে বনে বনে, প্রিয়ে তব অন্বেষণে,
যদি কোন স্থানে তব দরশন পাই রে।
কেন লো নিদয় হ'লে, অধীনেরে ভুলে গেলে,
বসনে আবার কেন বদন ঢাকিলি রে।
প্রাণপ্রিয়ে মাথা খাও, হেসে দুটো কথা কও,
শুনিয়ে অমিয় বাণী পরাণ জুড়াক রে।
ও মুখে মধুর হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
চপলা চঞ্চলা খেলে বদনে তোমার রে।
সদত বাসনা মনে, প্রিয়ে তোমা হেন ধনে,
রাখিব যতনে সদা হৃদয় ভিতরে রে।
ইহ জনমের তরে, আর না ছাড়িব তোরে,
জীবন-ঈশ্বরী প্রিয়া জীবনে থাকিবে রে।
এসেছি আশার আশে, প্রণয়িনী তব পাশে,
হেরিতে তোমার ঐ বদন কমলে রে।
তোমার বিরহানলে, নিরন্তর প্রাণ জ্বলে,
জলেতে দ্বিগুণ আরো বাড়ায় যাতনা রে।
প্রাণসখি মাথা খাও, তাপিত প্রাণ জুড়াও,
বরষি কাকলী কণ্ঠে অমৃত লহরী রে
শুনিয়ে জুড়াক প্রিয়ে অন্তর আমার রে।

কেন কেন প্রাণসখি অধোমুখে রহিলে।
সজল আনন কেন, ছল ছল দুনয়ন,
নীরবে নয়ন-জল কেন সই ফেলিলে।
মলিন তোমার মুখ, হেরে ফেটে যায় বুক,
কে যেন সহস্র শেল বুকে মম বিঁধিলে।
হেরে বিষাদিনী বেশ, মনে হয় বড় ক্লেশ,
ভিখারিণী সম তোরে নয়নেতে হেরিলে।

সোণার অঙ্গেতে কেন, নাহি হেন আভরণ,
বলয় দম্‌দম্ হার কেন খুলে ফেলিলে।
পরিয়ে কৌশেয় বাস, পূরিত না অভিলাষ,
সে অঙ্গে কেমন ক'রে এ বসন পরিলে।
কেন প্রিয়ে বিধুমুখি, অন্তরেতে নহ সুখী,
বিষাদে বসনে কেন তুমি মুখ ঢাকিলে।
হবে না অসুখী প্রিয়ে অভাগারে বলিলে।

যাই তবে প্রাণেশ্বরি জনমের মত রে।
প্রেয়সি দেখিতে তোরে, এসেছি যতন করে,
নদ নদী বন গিরি করিয়ে ভ্রমণ রে।
এক বারং হাস তুমি, দেখে চ'লে যাই আমি,
হেরিলে পরাণ ফাটে বদন তোমার রে।
যদি হই অপরাধী, চরণে ধরিয়ে সাধি,
মম এ মিনতি মোরে ক্ষম সুলোচনে রে।
এস লো হৃদয়েশ্বরি, যতনে হৃদয়ে ধরি,
হবেনা বিচ্ছেদ আর থাকিতে জীবন রে।"
ধরিল আমারে সখি গাঢ় আলিঙ্গনে রে॥

ভাঙ্গিল সুখের নিদ্রা অপূর্ব্ব স্বপন রে।
প্রাণসখি মেলি আঁখি, সব শূন্যময় দেখি,
সেই তো শয্যায় আমি শয়ান রয়েছি রে।
অভাগীরে কাঁদাইয়ে, কেমনে নিদয় হ'য়ে,
গেল চ'লে প্রাণময় জনমের মত রে।
আর এ জীবনে সখি, দেখিব না সেই আঁখি,
মনোহর নিরমল সরোজ আনন রে।
ওরে নিদ্রে মায়াবিনী, দেখায়ে নয়ন-মণি,

আবার হরিলি কেন অমূল্য রতনে রে।
কেন তারে দেখাইলি, কেন পুনঃ হ'রে নিলি,
ভগন হৃদয়ে কেন অনল জ্বালিলি রে।
এই যে রে প্রাণেশ্বর, করি দুটি যোড় কর,
সাধিল চরণ ধরি করিয়ে যতন রে।
কথা নাহি কহিলাম, কেন মৌনে রহিলাম,
কোমল হৃদয়ে তার বেদনা দিয়েছি রে।
সখি রে অন্তরে মম, বিষম শেলের সম,
তাহার বিচ্ছেদ-বাণ বিঁধিয়ে রয়েছে রে।
প্রাণেশ্বর প্রাণকান্ত, দুঃখিনীরে হ'য়ে ভ্রান্ত,
অকূল পাথারে কেন ভাসায়ে চলিলে হে।
এস নাথ কথা কও, তাপিত প্রাণ জুড়াও,
হেরিব বারেক তব ও চারু বদন হে।
কেন কেন দেখা দিলে, এ অনল জ্বালাইলে,
নিদয় হইবে যদি মনেতে আছিল হে।
স্তিমিত প্রদীপ কেন, জ্বালিয়ে দিইলে হেন,
পুড়িয়ে হৃদয় মম ভস্মরাশি হ'ল হে।
জনমের মত সই, হইয়াছি জল সই,
চিতার আগুন হৃদে এখনও জ্বলিছে রে।
যে দিন শমন এল, প্রাণকান্তে ল'য়ে গেল,
দিয়াছি তাঁহারি সঙ্গে শান্তি বিসর্জ্জন রে।
চিতানল জ্বালাইল, প্রাণকান্তে শোয়াইল,
জ্বলিল অনল সেই গগন সমান রে।
হৃদয়েতে বজ্রাঘাত, হয়ে গেল অকস্মাৎ,
শূন্যময় ত্রিভুবন নয়নে নেহারি রে।
বিসর্জ্জিয়ে শান্তিসুখ হয়েছি যোগিনী রে।

কি দেখিলাম ?

আমি কি দেখিলাম ? ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃত হইলাম, মনের ভিতর মন লুকাইয়া অতীত বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। এতক্ষণ বেস ছিলাম, কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই, হঠাৎ কে আঘাত দিলে! আমি চকিতের ন্যায় চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলাম, কি জন্যে যে আমার এমন হ'ল তাহার কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বাণ-বিদ্ধ কুরঙ্গিণীর ন্যায় ছুটে বেড়াইতে লাগিলাম, কোন অনুসন্ধান পাইলাম না। হৃদয়ের ভিতর চাহিয়া দেখিলাম সেই মুখ খানি, সেই অতুল রূপরাশি, আমাকে এত যাতনা দিতেছে। ভাবিলাম যাতনা মনে করি কেন ? ইহাও সুখ। মনের আনন্দে অনিমেষ নয়নে আশা মিটাইয়া সেই মনোহর রূপ দেখিতে লাগিলাম। যতই দেখি ততই ক্রমশ দেখিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। আবার দেখিলাম, এবার ভাল ক'রে দেখিলাম, অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভব করিলাম, হৃদয় আনন্দ-রসে পরিপ্লুত হইয়া গেল, আমাতে আর আমি নাই। আমি স্বর্গে আছি কি পৃথিবীতে আছি তাহা জানি না, সকলি মধুময় দেখিলাম। অপার আনন্দ-সাগরে ঝাঁপ দিলাম। এত আনন্দ কেন ? ইহা কি থাকিবে ? না পক্ষা-ন্তরে আজ পূর্ণচন্দ্র উদয় হইয়াছে তাই এত আনন্দ। নিমেষের জন্যও ভাবি নাই যে আবার কৃষ্ণপক্ষ আসিবে। সকল ভাবনাই তিরোহিত হইয়া গেল। হঠাৎ মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হইল, হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল, প্রাণ ছট ফট করিতে লাগিল, মন একেবারে নিরাশ-সাগরে অবগাহন করিল। আর সে মুখ খানি দেখিতে পাইলাম না, সহসা

অদৃশ্য হইল, কে আমার হৃদয়ে আঘাত দিয়ে প্রাণের ধন হরণ করিল? অনেকে বলিয়া থাকেন, সুখ ও দুঃখ উভয়ে নিয়তিচক্রে পর্য্যায়ক্রমে ভ্রমণ করিয়া থাকে, একথা কতদূর সত্য তাহা আমি বলিতে পারি না। আর যিনি বলেন বলুন, আমি কিন্তু তাহা বলিতে পারি না। জগতে সুখ অত্যল্প, কিন্তু দুঃখ দীর্ঘ ও চিরস্থায়ী। তবে কি সুখ নাই? তাহা নহে, সুখ আছে। আমিও একদিন সুখসমুদ্রে সন্তরণ করিয়াছি, কত আমোদে কাল হরণ করিয়াছি। অনন্ত জগৎ, অনন্ত নক্ষত্র, অনন্ত আকাশ, অনন্ত চন্দ্র, অনন্ত পৃথিবী, সুখের সাগরে ভাসচে, আমি কেন ভাসি না?—কে বলিবে কেন ভাসিনা? আমার আর সে সুখের দিন নাই, তাই আনন্দে ভাসি না। দিন যায় দিন আসে, মাস যায় মাস আসে, বর্ষ যায় বর্ষ আসে, হতভাগ্য মানবের যে সময় টুকু সুখে অতিবাহিত হয় সে সময় টুকু জন্ম জন্মান্তরেও ফেরে না।—কি বলিতেছিলাম ভুলিয়া গেলাম।—সেই অতুল রূপরাশি।

আবার সেই মুখ খানি দেখিলাম, সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া গেলাম। মনে করিয়াছিলাম আর তারে ভাবিব না। সে যদি একান্তই আমার নয় তবে মিথ্যা ভাবনা ভেবে মরি কেন? কই মন তো তা বুঝেনা। দিবানিশি তাহাই ভাবচে। উঃ সে যে ভুলিবার নয়। নিরন্তর অন্তরে সেই রূপ জাগচে কেমন ক'রে তাকে ভুলিব? মন ফটোগ্রাফের যন্ত্র, দিনে দিনে, ক্ষণে ক্ষণে, সময়ে সময়ে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত মূর্ত্তি অঙ্কিত হইতেছে, আবার বিলীন হইতেছে। কিন্তু একটি মূর্ত্তি যে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা ইহ জন্মে বিলীন হইবার নয়। সহস্র উদ্যম কর, প্রাণপণে যত্ন কর, জীবন

পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন কর, তত্রাচ সে মূর্ত্তি ভুলিবার নয়। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই সেই মূর্ত্তি—যে মূর্ত্তি আমার চিত্তপটে চিরাঙ্কিত রহিয়াছে। যে দিকে কর্ণপাত করি, অমনি সেই মধুর কণ্ঠের মধুর ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া সুখের সাগরে ভাসাইয়া দেয়, আর সে ধ্বনি শুনিব না মনে হ'লে হৃদয় সহসা বিদীর্ণ হইয়া যায়।

যে মূর্ত্তি দেখিবার জন্য আমি পাগল হই, জানি না এক দিন সহসা কে আমার চিত্তপটে সেই অপূর্ব্ব রূপটি অঙ্কিত করিয়া দিল। তদবধি সযত্নে প্রাণপণে সেই মূর্ত্তিটী হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছি, নিমেষের জন্যে অন্তর হইতে অন্তর করি নাই ও করিব না। প্রাণান্তেও ভুলিব না। যখন উৎকট পীড়ার সময় জীবন বিয়োগ হয়, প্রাণ অসহ্য ভয়াবহ ব'লে বোধ হয়, তখন একমাত্র মহৌষধি সেই মুখ খানি। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভেষজ জগতে নাই। সে মুখ খানি দেখিলে রোগের নিদারুণ যন্ত্রণা আর অনুভব হয় না। বড় দুঃখ রহিল একেবারে সকল অবয়ব দেখিতে পাইলাম না। মুখের দিকে চাহিলে আর জ্ঞান থাকে না। মুখখানি সরলতাপরিপূর্ণ, পবিত্রতার আধার, নয়ন আর ফিরিতে চাহে না, সুতরাং অন্য অবয়ব আর দেখা হয়না। উঃ কি আক্ষেপ! দেখিবার সময় চক্ষের পল্লব পড়ে কেন!

অনেকে আমাকে পাগল বলিতে পারেন, বলুন তাহাতে আমার ক্ষতি নাই। এ সংসারে থাকিবার প্রয়োজন কি? প্রিয় বস্তুতে নিরাশ হ'য়ে জীবিত থাকা অপেক্ষা মৃত্যু শত গুণে শ্রেয়ঃ। এ সংসারে থাকায় অনেক প্রতিবন্ধক আছে, প্রাণভ'রে সে মুখখানি দেখিতে পাই না, মধুর মুখে মধুর কথা কর্ণভ'রে শুনিতে পাই না, তাই বলিতেছিলাম এ

সংসারে থাকায় সুখ কি। পৃথিবী আমার পক্ষে মরুভূমি, এ মরুভূমিতে ওসিস নাই। আমি ভিখারিণী, ভিখারিণীই থাকিব, সুখের আবশ্যক কি। বনে বনে বেড়াইব, নির্জ্জন গিরিগহ্বরে বাস করিব, অবাধে সেই মূর্ত্তি চিন্তা করিব, আর কেহ বাধা দিতে পারিবে না। মনের আনন্দে হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া প্রাণভ'রে প্রাণময়কে ডাকিয়া অপার আনন্দানুভব করিব। আঃ সে সুখের দিন কি হবে! হায়! যদি আমি প্রকৃত পাগল হইতাম বোধ হয় তা হ'লে এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। অহরহ দাবাগ্নিতে হৃদয় পুড়িয়া অঙ্গার হইত না। উঃ কি পরিতাপ! ইহ জন্মে জীবিতেশ্বরকে পেলেম না। "ভালবাসি ব'লে কি রে মজালি আমায়!" যথার্থ ভালবাসি ব'লেই এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইল, নচেৎ এ কষ্ট কেনই বা হবে। মনে করি আর মিথ্যা ভাবনা ভাবিব না, মন তা বুঝে না। মনে হয় যদি তাকে পাবনা, তবে ভাবনা ছাড়িব কেন। জাগ্রতে, শয়নে, স্বপনে, অন্তরে বাহিরে সেই মূর্ত্তি। হায় কি দেখিলাম! কি দেখিলাম! আর কি দেখিব না? উঃ কি দেখিলাম! কি দেখিলাম!

কেন কেন এ অন্তর নিরন্তর কাঁদিছে,
বিষম বিষের দাহে দিবানিশি পুড়িছে।
যদিও অন্তরে থাকি, তবু না জুড়ায় আঁখি,
অন্তরেতে সেই মুখ নিরন্তর দেখিছে।
সেই জ্ঞান সেই ধ্যান, সেই দেহ সেই প্রাণ,
সেই রূপ হৃদয়েতে জেগে জেগে উঠিছে।
মনে করি ভাবিব না, যদি তারে পাইব না,
তবে কেন তার আশে দেহ প্রাণ ধরিছে।

সে যদি আমার নয়, তবে কেন মনে হয়,
মরি সে সরোজ আঁখি কেন মনে পড়িছে।
হৃদয় হৃদয় তব কেন কাঁদি উঠিছে॥

একেবারে প্রিয়তম ভুলেছ আমায় হে।
তাই মোরে ক'রে দীন, হ'লে হেন মায়াহীন,
সুখের প্রণয়লতা ছিঁড়িয়ে ফেলিলে হে।
সে যে প্রেম সুধামাখা, শোণিত মাংসেতে আঁকা,
কেমনে ভুলিব তারে থাকিতে জীবন হে।
যদি গৃহ কর্ম্মে থাকি, ওরূপ হৃদয়ে দেখি,
চঞ্চল পরাণ মন, হু হু ক'রে জ্বলে হে।
যত পারি নেত্র-বারি, যতনে সেচন করি,
না নিভে দ্বিগুণ আরো জ্বলে যে অনল হে।
মর্ম্মগ্রন্থি সমুদয়, পুড়ে হ'ল ভস্মময়,
ধূলাতে মিশিবে কবে এ দেহ আমার হে।
তা হ'লে অন্তর-জ্বালা নিমেষে জুড়ায় হে॥

সহিতে পারিনে আর মানসের যাতনা।
হে ধাতঃ তোমারে বলি, লও হে অপূর্ব্ব বলি,
কঠিন নারীর প্রাণ, তাতে কিছু ভেবনা।
যদি না হইল প্রাণ উপকারে সমাধান,
তবে কেন ধরণীর পাপভার ধারণা।
এ জীবনে সুখ নাই, আশা ক্ষুধা মায়া নাই,
ত্যাজের এ প্রাণ আর কোন কাজে হবেনা,
লও তবে পরমেশ! আর কিছু বলোনা।

আবার নয়নে কেন ওরূপ নেহারি রে।

আবার নয়নে কেন ওরূপ নেহারি রে।
প্রবল অনল কেন জ্বলিয়ে উঠিল রে ॥
ভুলিয়ে ছিলাম যাহা, কেন মনে হয় তাহা,
হেরিতে আবার তাই কেন ইচ্ছা হয় রে।
হৃদয়ে শরত শশী, শোভা দিত রাশি রাশি,
বিমল বিমানে বসি কৌমুদী মাখায়ে রে।
আজি কেন সেই শশি নীরদ আড়ালে রে ॥

২

সহসা সুতীক্ষ্ণ বাণ হৃদয়ে হানিল রে।
বিষম বিষের জ্বালা কেন ভোগাইল রে।
কার সনে বাদ ছিল, কে অনল জ্বালাইল,
নিদয় বিধাতা মম কি করিলি দশা রে।
অই শোভাময়ী তারা, সেই চন্দ্র আছে ঘেরা,
সেই তো জগত মরি সমভাবে আছে রে,
তবে কেন মম মনে বাড়ায় যন্ত্রণা রে ॥

৩

এই তো সে মধুমাস ফিরিয়ে আইল রে,
সুচারু নবীন শোভা ধরণী ধরিল রে।
তরুর বুকের পরে, ব্রততী কি রূপ ধরে,
সেজেছে প্রকৃতি মরি অপরূপ সাজে রে।
জগজন মনোলোভা, কেন কেন এই শোভা,
বিষাক্ত অনল সম নয়ন ঝলসে রে
নিরখি বাসন্তী শশী পরাণ কাঁদিছে রে ॥

হৃদয়ে সদাই কেন সেরূপ জাগিছে রে।
সেই মধুমাখা কথা কেন মনে পড়ে রে।
পাবনা জেনেছ যারে, আজিও তাহার তরে,
মিছে কেন ওরে মন কাঁদিয়ে মরিছ রে।
তারে যে পাবার নয়, তবে কেন মনে হয়,
সে রূপলাবণ্যরাশি অন্তর দহিছে রে।
আর কেন ওরে মন তাহারে ভাবিছ রে॥

৫

না জানি সে মুখখানি কত গুণ ধরে রে।
নাহিক সুষমা তার জগৎ ভিতরে রে।
বাসনা সদত মনে, সযতনে প্রাণ ধনে,
হৃদয়-আগারে রাখি সদত তুষিব রে।
হৃদয়ে হৃদয় রাখি, পরাণে পরাণ মাখি,
অনিমেষে দেখি তাঁরে পরাণ জুড়াবে রে।
কাঁপিবে হৃদয়-তন্ত্রী আনন্দ আবেশে রে॥

৬

যতক্ষণ দেখি তারে নয়নে নয়নে রে।
স্বর্গে কি ধরায় আছি নাহি জ্ঞান মনে রে।
ইন্দ্রের অমরাবতী, সে বুঝি মম বসতী,
দেবরূপী প্রাণেশ্বর মানব তো নয় রে।
আনন্দ সাগরে মন, হয়ে যায় নিমগন,
মনে ভাবি এসংসার সুখের নিলয় রে।
আমার সমান সুখী নাহিক ধরায় রে॥

আজি সেই প্রিয়তম নিদয় হৃদয়ে রে।
অনন্ত সাগরে মোরে গিয়াছে ফেলিয়ে রে।
পাথারের নাহি কূল, চারি দিকে হুল স্থূল,
প্রবল তরঙ্গ হেরি পরাণ সিহরে রে।
ডাকিতেছি প্রাণপণে, প্রাণভ'রে প্রাণধনে,
নিদয় প্রাণেশ মম ফিরে না চাহিল রে।
অভিমানে দুনয়ন ঝরিতে লাগিল রে॥

৮

আর কেন ওরে মন ধর যোগি-বেশ রে।
সংসার আমার স্থান কখন তো নয় রে॥
বনে বনে বেড়াইব, কুরঙ্গিণী সঙ্গে র'ব,
দুঃখের দুঃখিনী যদি সেও মম হয় রে।
তবু কি ভুলিতে পার, কেন হেন আশা কর,
ভুলিবার নয় সে যে হৃদয়ে জাগিছে রে।
আবার ওরূপ কেন জাগিয়ে উঠিল রে॥

বিধবা বঙ্গবালা।

গভীরা যামিনী নীরব জগৎ,
শত শত তারা গগনে ভাসে।
নিলীম আকাশে, কৌমুদী মাখায়ে
উঠিছে চন্দ্রমা আমোদে হেসে॥
দলে দলে দলে জোনাকীর পাঁতি
পাদপ-শিরেতে মোহন সাজে।
একটি একটি পল্লবে পল্লবে
হীরকের হার সাজায়ে দেছে॥

আহা মরি কিবা অপূর্ব্ব বেশে
　　প্রকৃতি ধ'রেছে ঘুমের গান।
মাঝে মাঝে মাঝে ঝিল্লী পোকাগণ
　　ঝি ঝি রবে অই দিতেছে তান॥
নীরব মানব নিথর আকাশ
　　নিস্তব্ধ জগত ঘুমের বশে।
নির্জ্জন নিশীথে বিজন গহনে
　　কে ও রমণী কাঁদিছে ব'সে॥
অই শুনা যায় ক্রন্দনের ধ্বনি
　　উঠিল আকাশ মেদিনী ফেটে।
আবার ক্ষণেকে হইল নীরব
　　মরম যাতনা মনেতে টুটে॥
মলিন সজল বদন কমল
　　মনের দুঃখেতে শুকায়ে গেছে।
কাঁদিয়ে বামার নয়নের কোলে
　　মরি কি কালিমা ঢালিয়ে দেছে॥
মলিন বসন বিহীন ভূষণ
　　সজল জলদ চিকুর পাশে
খেলিছে বিরত, নয়নের কোণে
　　মরি কি আনন্দে দামিনী হাসে॥
একি এ কামিনী বিজনে কেন
　　তবে কি ভামিনী যোগিনী হবে?
মনের আনন্দে ল'য়ে ফুলমালা
　　পূজিতে এসেছে ভবানী ভবে?
তা নয়, তা নয়, তা হ'লে কামিনী
　　পূজিতে যাতায় আনন্দ মনে।

পুলকে পূরিত বিভোর তনু
মাতোয়ারা হ'ত বিভুর গানে ॥
বুঝি বনদেবী নীরব নিশীথে
ভ্রমিতে এসেছে গহন মাঝে।
কোমল করেতে প্রসূন-মালায়
সাজায় ধরণী মোহন সাজে ॥
নহে বনদেবী তা হ'লে ললনা
থাকিয়ে থাকিয়ে কাঁদিবে কেন।
নয়ন আসারে ভাসে বক্ষঃস্থল
উঠিছে সমুদ্রে লহরী যেন ॥
বুঝেছি বুঝেছি এতক্ষণ পরে
কে ও রমণী কাঁদিছে ব'সে
অতুল-তুলনা ভারত-ললনা
হায় রে হয়েছে বিধির বশে ॥
ভারতের এই বিধবা কামিনী
তুলনা যাহার জগতে নেই।
দুঃখের সাগরে ভেসেছে জীবন
মনের দুঃখেতে এসেছে সেই ॥
হারায়ে প্রণয় হয়েছে ভিখারী
হারায়ে প্রাণ প্রতিম অমল।
ছুটেছে হৃদয়ে শোকের তরঙ্গ
ধক্ ধক্ জ্বলে দুঃখ-অনল ॥
নাহি কি জগতে বান্ধব ইহার
তুষিতে হৃদয় প্রবোধ দানে।
সেই পরিজন সেই বন্ধুগণ
সেই তো সকলে রয়েছে প্রাণে ॥

তবে কেন আজ সবে পর হয়
খুঁজিয়া আপন মেলেনা ভবে।
জগতের বিষ মানবের বিষ
এ পোড়া জীবনে কি কাজ তবে॥
হায় অভাগিনী জনম দুখিনী
ভারত কামিনী হয়েছ কেন।
জন্মান্তরে কত করেছিলে পাপ
অন্তরে যাতনা পেতেছ হেন॥
ধিক হিন্দুধর্ম্মে ধিক্ হিন্দুকুলে
ধিক শতধিক হিন্দু-আচার।
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর পাষণ্ড হৃদয়ে
নাহি কি বিন্দু দয়ার সঞ্চার॥
কেমনে এমন ননীর পুতুলে
দিতেছে জীবনে অশেষ ক্লেশ।
দলিতে কোমল কমল-দল
হয় না কি মনে দয়ার লেশ?
ধিক শত বার হিন্দু দুরাচার
নাহিক নির্দ্দয় জগতে হেন।
বৈধব্য নিগড়ে সরলা বালার,
কোমল জীবন বেঁধেছে কেন।
আহা মরি মরি নবনী পুতলী
মলিন হয়েছে রূপের আভা।
নাহি সে আননে সুধার সাগর
সৌন্দর্য্য, নয়নে দামিনী-প্রভা॥
দুরন্ত শমনে হ'রেছে তাহার
অমূল্য অতুল জীবন ধনে।

দিয়েছে ভীষণ মরম যাতনা
জ্বেলেছে শোকের অনল মনে।
জুড়াবার স্থান খুজিয়ে মেলে কি
অভাগীর হায় ধরণীতলে।
যেই দিকে চায় বিষ সমুদয়
হৃদয়ে নিয়ত অনল জ্বলে॥
এখন বান্ধব কেহ আর নাই
আপন বলিয়ে কোলেতে টানে।
নিমেষের তরে সুমিষ্ট বচনে
তুষিবে বামার দগধ প্রাণে॥
যার অভাগিনী জীবন সর্ব্বস্ব
ছিল সদা প্রেম-নিগড়ে বাঁধা
সে যদি ভুলিল পাথারে ভাসা'ল
সহসা মানসে লাগায়ে ধাঁদা॥
ত্যজিয়াছে গৃহ প্রিয় পরিবার
ত্যেজেছে সুখের সংসার-ভার।
হয়েছে যোগিনী সুখ-বিবাদিনী
বিজন বিপিন করেছে সার॥

নিশীথে।

যামিনী গভীরা, জগৎ নিস্তব্ধ, নৈশ শরতাকাশে পুর্ণচন্দ্র উদয় হইয়াছে, অসংখ্য তারকারাজি চন্দ্রের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে, মৃদু মৃদু পবন বহিতেছে, সরোবরে কুমুদিনী প্রিয়তম চন্দ্রের উদয় দর্শন করিয়া প্রেমভরে হাসিতে হাসিতে সরসী-

সলিলে এ দিক ওদিক অবশাঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যামিনী অভিসারিকা বেশে পৃথিবী অধিকার করিয়া নিজ নায়কের নিকট মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছে, মনে করিতেছে এমনি সুখেই দিন যাবে, সূর্য্য উদয় হইয়া এ সুখে যে বিঘ্ন উপস্থিত হবে সেটা তখন মনে নাই, চন্দ্র হাসচে, নক্ষত্রমালা হাসচে, পৃথিবী হাসচে, বৃক্ষগণ ও হাসচে, মধুর হাসি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতেছে, পুষ্পো-দ্যানে অসংখ্য কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। আমি এমত সময়ে একটি বেল ফুল হস্তে করিয়া উদ্যানের চতুস্পার্শে ভ্রমণ করিতেছি, আর প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়া পুলকিত চিত্তে বিশ্বপাতার গুণানুবাদ করিতেছি। পরমেশ! তোমায় ধন্য, তোমার অপার করুণায় ধন্যবাদ দিই। তুমি যে হস্তে পাষাণ সৃজন করিয়াছ, সেই হস্তে কোমল প্রসূন ও সৃজন করিয়াছ, যে হস্তে হলাহল সৃজন করিয়াছ, সেই হস্তে সুধাও সৃজন করিয়াছ। দেব! তোমায় ধন্য, তোমার অসীম করুণায় শত শত ধন্যবাদ দিই। মনে করিলাম জগৎ কি মনোহর, পৃথিবী কি সুখের স্থান, যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সেই দিকই যেন মধুর, মধুর ভাবে পরিপূর্ণ।—হঠাৎ আমার মন কে হরণ করিল? ওই যা—আমার মন কোথায় গেল? হায় কি হ'ল! কি হ'ল! মন-বিহীন দেহ লইয়া কি করিব? আমার মন কে চুরি করিল? কাহাকে চোর বলিব? এই যে মন ছিল, কত কথা মনে করিতেছিলাম, হঠাৎ মন কোথায় গেল? হা অদৃষ্ট! প্রাণ আর মন নিয়ে জগতে ছিলাম, তাহাই যদি গেল তবে আর কি নিয়ে থাকিব? চন্দ্রদেবকে জিজ্ঞাসা

করিলাম "চন্দ্রদেব, তুমি কি আমার মন হরণ করিয়াছ? যদি লইয়া থাক তাহা হইলে তোমাকে মিনতি কচ্চি আমার মন আমাকে ফিরাইয়া দাও। তুমি আমার মন লইয়া কি করিবে বল। আশা, উৎসাহ, প্রফুল্লতা, পবিত্রতার লেশও নাই। দাও দেব, আমার মন আমাকে দাও, আমি গৃহে যাই।" চন্দ্রদেব আমার কথায় হেসে উঠ্‌লেন, ব'ল্লেন "আমি তোমার মন লই নাই, দেখ কে লইয়াছে।" পরে নক্ষত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা কি আমার মন লইয়াছ? যদি লইয়া থাক তা হ'লে ফিরাইয়া দাও।" তাহারা আমার কথায় এ উহার গায়ে হেসে ঢ'লে প'ড়্‌তে লাগ্‌ল, তাহাতে বোধ হ'ল তাহারা লয় নাই। পবনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হে পবনদেব! তোমাতে তো আমার মন মিশাইয়া যায় নি?" পবন ফর্ ফর্ ক'রে উড়িয়া গেল, ব'লে গেল "আমি তোমার মন লই নাই, তোমার মন লইয়া কি করিব? কোমল বস্তুতে আমার অধিকার, অনায়াসে উড়াইতে পারি, তোমার মন নিতান্ত কঠিন, পাষাণ অপেক্ষা কঠিন, অত কঠিন বস্তু লইয়া কি করিব, তুমি অন্য স্থানে অন্বেষণ কর।" পরে বৃক্ষগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাদের মধ্যে কেহ আমার মন হরণ করিয়াছ?" বৃক্ষগণ মাথা নাড়িল, বৃক্ষস্থিত বিহঙ্গম সকল হো হো ক'রে উঠ্‌লো। উদ্যানের সকল স্থান তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজিলাম, কোথাও পেলেম না। দেখিলাম, একটি ঝোপের অন্তরালে কতকগুলি জোনাকী দল বাঁধিয়া কি বলাবলি করিতেছে, আমি মনে করিলাম, ইহারাই বুঝি আমার মন লইয়াছে তাই এত গোপনে রহিয়াছে, এই ভাবিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমরা কি আমার মন লইয়াছ?" তাহারা কেহ আমার কথার উত্তর দিল না,

কে কোথায় ছুটে পলাইল। আমি নিরাশ হইয়া ভগ্নহৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম, যদি গৃহের কোথাও অসাবধান বশতঃ ফেলিয়া গিয়া থাকি। গৃহে খুঁজিলাম, পাইলাম না। মাথা ঘুরিয়া গেল, অঙ্গগ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া আসিল, হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, হায় কি হইল, কোথা গেলে মন পাব, এই চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিল। সকল আশাই নিষ্ফল হইল, ভগ্নহৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম।

পরিশেষে উদ্যানে গেলাম, যদি কোন স্থানে পড়িয়া থাকে তা হ'লে পেলেও পেতে পারি। এবার বুঝিতে পারিলাম কেন আমি মন হারাইয়াছি। আস্তে আস্তে সরোবরের দিকে গেলাম, সরোবরের সোপানবালিতে সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম। চক্ষু আর ফিরেনা, এরূপ রূপ আমি কখন দেখিনাই।— এইরূপে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়া গেলে আমার চেতনা হইল, তাইত আমি এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছি? এই সময়ে কেন মন চাহিয়া লই না? পরে মনশ্চোরকে বলিলাম, "তুমি আমার মন চুরি করিয়াছ? যদি সত্যই লইয়া থাক তা হ'লে ফিরাইয়া দাও।" আমার কথার উত্তর না দিয়া সেই মূর্ত্তিটি অন্তর্হিত হইল, আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিলাম। আমার যদি শত সহস্র মন থাকিত তা হ'লে অবাধে দিতাম, চুরি করিল কেন এই বড় দুঃখ। আমি ভগ্নহৃদয়ে গৃহে আসিলাম। তোমরা যদি কেহ আমার মনটি দিতে পার তা হ'লে তোমাদের প্রতি আমি বড় সন্তুষ্ট হইব।—কেহ কি দিবে?

প্রিয়তমার প্রতি।

১

মরি নাই বিধুমুখি আছি ম্রিয়মাণ।
আইনু আশার সাথে
জ্বালাইতে জ্বালা নিতে
ক্ষমা কর জ্বালা ওমা জ্বলিতেছে প্রাণ
তাই বুঝি বলে সবে উলঙ্গ কৃপাণ॥

২

ভেবেছিনু চিরদিন সুখের মিলনে।
কাটাইব হেসে হেসে
থাকিব প্রিয়ার পাশে
নব নব সুখ আসি তুষিবে দুজনে
বিচ্ছেদ ভীষণ শব্দ শুনিব না কানে॥

৩

আশা ছিল সযতনে সদত তোমারে
তুষিব হৃদয়ে রাখি
সদত জুড়াবে আঁখি
সদত ভাসিব সুখ-প্রেম-সিন্ধুনীরে।
সাজা'য় প্রণয়-ছবি নূতন বাহারে॥

৪

আছে কি সই মনে হায় সে সুখ-রজনী,
চাঁদের শীতল কর
মলয়ের মর মর
পিকের সপ্তমোপরি সুমধুর ধ্বনি।
সুখ-বিভাবরী! মনে আছে কি মানিনি॥

৫

গেছ ভুলে আমাকেও বুঝেছি ললনা।
ও চাঁদ সুচারু হাসি
প্রণয় কোমল ফাঁসি
পশিল সুধার ধারে প্রদীপ্ত বেদনা।
মরমে রয়েছে গাঁথা আমি ভুলিবনা॥

৬

কিশোর জীবন ছিল সুখের সময়।
জানিত না ভালবাসা
প্রণয়-কুআশা-আশা
সহসা আসিয়ে মনে হইল উদয়।
অমনি প্রণয়-রসে মাতিল হৃদয়॥

৭

নেহারিতে বিধুমুখি তব বরানন।
যাইতাম কত ছলে
নির্জ্জনে একাকী পেলে
আহ্লাদ-সাগরে মন হইত মগন।
বিফল হইলে চপে ঝরিত নয়ন॥

৮

কত কথা কহিতাম কিন্তু বিনোদিনি,
মনোভাব প্রকাশিতে
পারি নাই কোন মতে
হাস পাছে ভাবি মনে অসার কাঁহুনি।
ছাপিতাম মনোভাব তাই লো সজনি॥

৯

তব সাথে যত দিন ছিনু লো মিলনে।
বিচ্ছেদ-রাক্ষসী আসি
হৃদয়ের শান্তি নাশি
শোষিবে শোণিত মোর নাশিবে জীবনে।
ভ্রমেতেও এক দিন ভাবি নাই মনে॥

১০

কুলায় নিশীথ কালে সুখের শয়নে,
নিদ্রার কোমল কোলে
হাসিতেছে কুতূহলে
বিহঙ্গম বিহঙ্গিনী সুন্দর স্বপনে।
নিষাদ সহসা আসি নাশিল মিলনে।

১১

কুরঙ্গ কুরঙ্গী নিজ মনোমত সনে,
খেলিছে আনন্দে কত
কু-রঙ্গে সু-রঙ্গে রত
সহসা সুতীক্ষ্ণ বাণ বিঁধিল হরিণে।
করিতেছে ছট ফট মরে বুঝি প্রাণে॥

১২

হায় যদি কোন মতে দেখাবার হ'ত
দেখাতাম হৃদি খুলি
মরম বেদনা গুলি
রহিয়াছে হালি করা সহিয়াছি যত।
নির্জ্জীব লেখনী বল প্রকাশিবে কত॥

৫

গেছ ভুলে আমাকেও বুঝেছি ললনা।
ও চাঁদ সুচারু হাসি
প্রণয় কোমল ফাঁসি
পশিল সুধার ধারে প্রদীপ্ত বেদনা।
মরমে রয়েছে গাঁথা আমি ভুলিবনা॥

৬

কিশোর জীবন ছিল সুখের সময়।
জানিত না ভালবাসা
প্রণয়-কুআশা-আশা
সহসা আসিয়ে মনে হইল উদয়।
অমনি প্রণয়-রসে মাতিল হৃদয়॥

৭

নেহারিতে বিধুমুখি তব বরানন।
যাইতাম কত ছলে
নির্জ্জনে একাকী পেলে
আহ্লাদ-সাগরে মন হইত মগন।
বিফল হইলে চুপে ঝরিত নয়ন॥

৮

কত কথা কহিতাম কিন্তু বিনোদিনি,
মনোভাব প্রকাশিতে
পারি নাই কোন মতে
হাস পাছে ভাবি মনে অসার কাহিনি।
ছাপিতাম মনোভাব তাই গো সজনি॥

তব সাথে যত দিন ছিনু লো মিলনে।
বিচ্ছেদ-রাক্ষসী আসি
হৃদয়ের শান্তি নাশি
শোষিবে শোণিত মোর নাশিবে জীবনে।
ভ্রমেতেও এক দিন ভাবি নাই মনে॥

১০

কুলায় নিশীথ কালে সুখের শয়নে,
নিদ্রার কোমল কোলে
হাসিতেছে কুতূহলে
বিহঙ্গম বিহঙ্গিনী সুন্দর স্বপনে।
নিষাদ সহসা আসি নাশিল মিলনে।

১১

কুরঙ্গ কুরঙ্গী নিজ মনোমত সনে,
খেলিছে আনন্দে কত
কু-রঙ্গে সু-রঙ্গে রত
সহসা সুতীক্ষ্ণ বাণ বিঁধিল হরিণে।
করিতেছে ছুট ফট মরে বুঝি প্রাণে॥

১২

হায় যদি কোন মতে দেখাবার হ'ত
দেখাতাম হৃদি খুলি
মরম বেদনা গুলি
রহিয়াছে হালি করা সহিয়াছি যত।
নির্জ্জীব লেখনী বল প্রকাশিবে কত॥

১৩

অগাধ যাতনা-হ্রদে যে দিন মগন
হইনু ত্যজিয়া তব
মুরতি মধুর ম্লব
হাসি হাসি মুখ খানি বিশাললোচন।
দিয়াছি সে দিন হ'তে শান্তি বিসর্জ্জন॥

১৪

কতবার মনে মনে করিয়াছি পণ,
বৃথা আশা করিব না
মিছে পরে ভাবিব না
কভু তো আমার নহে সেরূপ রতন।
ভাবিব না ভাবি কিন্তু বোঝেনাক মন॥

১৫

দপ ক'রে জ্ব'লে ওঠে প্রাণের ভিতর।
চাপিতে সে মনাগুনে
চেপে থাকি প্রাণপণে
মনের ভিতর করে হাপর ফাপর।
অমনি নয়নে জল ঝরে ঝর ঝর॥

১৬

ভ্রমিয়াছি কত দেশ পর্ব্বত বিজন।
হেরিয়াছি কত নারী
জিনি অপ্সরী কিন্নরী
ফুটফুটে পরীগুলি মধুর বচন।
তাদের তরেতো হেন পোড়েনাকো মন॥

প্রিয়তমের প্রতি।

১

কেমনে ভুলিব সেকি ভুলিবার ধন।
যদি ভুলিবার হ'ত
তা হলে ভুলিয়ে যেত
মধু মাখা চাঁদ আঁকা সুচারু বদন।
তা হ'লে প্রণয়-রসে রসিত কি মন॥

২

জ্বলিতেই আসিয়াছি মেদিনী মাঝারে।
জ্বলিয়ে হইনু সারা,
আঁখি হ'ল তারাহারা
তোমাকেও জ্বালাইনু বিবিধ প্রকারে।
জ্বলিব যাবৎ রব মেদিনী মাঝারে॥

৩

জানি নাই কি অমূল্য প্রণয় রতন।
কৌমার-সুলভ সুখে
আছিনু মনের সুখে
জানিনাই ভালবাসা প্রণয় কি ধন।
ভাবি নাই এক দিনো হইবে এমন।

৪

হৃদয়েতে সমুদ্ভবা প্রেম-তরঙ্গিণী।
কেন্দ্রে কেন্দ্রে করি ধ্বনি
ছুটিয়াছে কল্লোলিনী
অনন্ত সাগরে মিশে মানস-রঙ্গিণী।
সেই সুখদিন আজি কোথালো সজিনী॥

৫

হেরিলে তোমার অই সুচারু আনন।
আনন্দ সাগরে মন
হয়ে যেতো নিমগন
হাসি হাসি মুখ খানি ভুবন মোহন।
অমনি পাগল হ'তো এ ছার জীবন॥

৬

তুমি যে আমার নাথ জীবনের ধন।
তোমাধনে হারাইয়ে
উন্মাদিনী প্রায় হ'য়ে
শুধু মনে পড়ে মম সে সুখ-মিলন।
সুহাসি প্রেমের ফাঁসি সরোজ আনন॥

৭

দেখাবার হ'ত যদি হৃদয় ভিতর।
দেখাতাম একে একে
আছি নাথ কত দুখে
সহিয়াছি কত জ্বালা প্রাণের ভিতর।
জ্বলিতেছে যে অনল দেখা'ত অন্তর॥

৮

বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গী আসি দংশিল হৃদয়।
হানিল বিষের বাণ
ছুট ফট করে প্রাণ
বিষ-জ্বালে জ্বরে গেল সমস্ত হৃদয়।
গুমে গুমে পুড়ে পুড়ে হ'ল ভস্মময়॥

৯

কি যাতনা প্রাণেশ্বর বলিব তোমায়।
অজস্র নয়ন জল
ঝরিতেছে অবিরল
সহস্র ধারায় এবে হৃদয় ভাসায়।
সুখময়ী শান্তিদেবী ছেড়েছে আমায়॥

১০

তব তরে হৃদয়েশ কাঁদিয়াছি কত।
বলিবার কথা নয়
বলিলে পাগল কয়
ভেসেছে আঁখির জলে হৃদয় নিয়ত।
তুচ্ছ হংসপুচ্ছ-পেন লিখিবে বা কত॥

১১

থেকে থেকে পড়ে মনে ও চাঁদ বদন।
সুখময়ী নিদ্রা-কোলে
আছি নাথ কুতূহলে
দেখিলাম প্রিয়তম অপূর্ব্ব স্বপন॥
হেরিয়ে হইল মম বিচলিত মন॥

১২

রহিয়াছি হৃদয়েশ নিকটে তোমায়।
প্রণয় পুরিত প্রাণে
এক অঙ্গ সম্মিলনে
ভাসিল আনন্দ-নীরে মানস আমায়।
বহিল বিপুল বেগে প্রণয় পাথার॥

১৩

ভাঙ্গিল সুখের নিদ্রা অপূর্ব্ব স্বপন।
ঝরিল নয়নে জল
ভাসাইল বক্ষঃস্থল
অমনি পড়িল মনে ও রূপ-রতন।
হৃদয়-সম্ভব-সুখ প্রণয় মিলন॥

১৪

নির্জ্জন নিশীথ কালে করেছি রোদন।
পাছে কেহ দেখে ব'লে
গোপনে শয্যার তলে
নীরবে গুমরে নাথ করেছি রোদন।
মনে মনে মনোভাব করেছি গোপন॥

১৫

আর যে কিছুই ভাল লাগেনা আমায়।
যা কিছু দেখিতে পাই
বিষ বোধ হয় তাই
বিমল শরত শশী শোভার আধার।
হরিতে পারে না আর মানস আমার॥

১৬

আর আমি ছাড়িব না জনমে কখন।
যথা ইচ্ছা করি বাস
পুরাব মনের আশ
প্রেমের বিমল সুখে তুষিব জীবন।
সখা হে সেভাবে কিহে হবেনা মগন॥

১৭

কি বলিলে কি বলিলে হৃদয়-রতন।
ভুলিতে এ অভাগীরে
কত যত্ন বারে বারে
করেছ হৃদয়নাথ ভুলেনাকো মন।
ছিঁছি নাথ জানিনাকো এ কেমন মন॥

১৮

কিন্তু নাথ অভাগিনী নিমেষের তরে।
পাসরিতে ও বদন
করেনি কভু যতন
আপনা হইতে জাগে হৃদয়-ভিতরে।
ভুলিতে কি পারি আমি জীবন-আধারে।

১৯

দাও তবে প্রাণময় বিদায় আমায়
কত জ্বালা জ্বালায়েছি
মরম বেদনা দিছি
কিছু মনে করোনাকো বিনয় তোমায়।
আমি কিন্তু ভুলিব না জনমে তোমায়॥

২০

জনমের মত সুখ দিছি বিসর্জ্জন।
শিরায় শিরায় গাথা
রহিল প্রেমের কথা
চিত্রিত রহিল মনে তব চন্দ্রানন
আর আমি ভুলিবনা জনমে কখন॥

বিদায়।

যেই সুকুমার মূর্ত্তি—
এতদিন সযতনে, রাখিয়াছিলাম প্রাণে,
প্রাণের অধিক ভেবে করিনু যতন
কেমনে আজিকে তারে করিব বর্জ্জন।
হায় অদৃষ্টের গুণে—
হৃদয়ের সিংহাসনে, বসাইনু সযতনে,
সাজানু প্রণয়-হারে করিয়ে যতন
কাল সর্প হয়ে কিন্তু করিল দংশন।
কেমনে জানিব বল—
মুখে পবিত্র সরল, হৃদয়েতে হলাহল,
রেখেছিলে প্রিয়তম করিয়ে গোপন,
হরিলে পরাণ মন বধিলে জীবন।
আমি জানিতাম মনে—
একান্ত তোমারি আমি, তুমিই আমার স্বামী,
সুবিমল স্নেহভরে থাকিব ভুবনে
কখন বিচ্ছেদ আর হবেনা দুজনে।
প্রণয় কুসুম মালা—
পরাইনু প্রেমভরে, নেহারিনু বারে বারে,
রাখিনু আদর ক'রে প্রাণের ভিতর
ধরিল অপূর্ব্ব শোভা কিবা মনোহর।
কত যে আদর ক'রে—
বলেছিলে প্রাণেশ্বর, যাবৎ অবনী'পর,
থাকিবে পরাণ প্রিয়ে মানব-শরীরে
রাখিব তোমারে আমি গলে হার ক'রে।

কোথায় প্রতিজ্ঞা তব—
কেন কেন প্রিয়তম, হানিলে হৃদয়ে মম,
বিষপূর্ণ শর অই অতীব তীক্ষণ,
করিতেছে ছট ফট অস্থির জীবন।
কত ভালবাসিতাম—
বল দেখি প্রিয়তম, এই কি হে পরিণাম,
হ'ল হায় অভাগীর এ পোড়া কপালে,
এই মনে এই খেদ রবে চিরকালে।
তুমি যে আমার নও—
এ কথা স্মরণ হ'লে, জ্বলে প্রাণ দুঃখানলে,
হু হু ক'রে জ্বলে ওঠে সহস্র শিখায়,
অজস্র নয়ন-জল হৃদয় ভাসায়॥
কি হবে রোদনে আর—
জনমের মত হায়, বিড়ম্বিল বিধাতায়,
এছার জীবনে আর কিবা প্রয়োজন,
আয় রে শমন তোরে করি আলিঙ্গন।
জনমের মত আজ—
প্রাণকান্ত দয়া ক'রে, ক্ষমা কর এ দাসীরে,
বিদায় বিষম বস্তু দেহ অভাগীরে।
ভাসিল অধিনী আজ অকূল সাগরে॥

—————

ভারতাঙ্গনা।

নৈদাঘ নীলিমাকাশে নক্ষত্র নিকর,
হীরক খণ্ডের প্রায়,
চারিদিকে শোভা পায়
শোভিছে রতন-ভাতি শশী মনোহর।

পূর্ব্ব দিকে শশিকাশি
ছড়াইছে সুধারাশি
উথলিল চকোরের প্রেমের সাগর
মৃদুল দক্ষিণানিল বহে ঝর্ ঝর্ ॥

কল্লোলিনী কলস্বরে করে কুল কুল।
দুই কূল কাঁপাইয়া
যাইতেছে প্রবাহিয়া
অনন্ত সাগরে ধায়, আনন্দ অতুল।
গৃহ-চূড়া তরু-শাখা
সুধাংশু কিরণ মাখা
নিস্তব্ধা রজনী এবে নিদ্রায় আকুল ॥
কলরব নাহি করে পশুপক্ষকুল ॥

হাসিছে প্রকৃতি দেবী বিশ্ব বিমোহিয়া।
এ হেন সুখের কালে
কেবা হাত দিয়ে গালে
নীরবে কাঁদিছে বসি থাকিয়া থাকিয়া ॥
রক্তিমা বরণ মুখ
নাহি মনে কিছু সুখ
অশ্রু-জলে বক্ষঃস্থল যাইছে ভাসিয়া।
দুঃখের সাগর বহে হৃদয় ভাঙ্গিয়া ॥

উজ্জ্বল সুধাংশুকর পড়েছে শরীরে।
অনিমেষে বার বার
হেরিনু সে ললনার
বিরাজিছে পূর্ণশশী বদন গম্ভীরে।

হস্ত পাদ আদি তার
কি কহিব শোভাধার
শূন্য ছাড়ি দ্বিজরাজ শোভিছে শরীরে।
এ হেন ললনা কেন বিজন প্রান্তরে॥

কেন বা বিজন বনে কাঁদিছে কামিনী।
দেখিতে দেখিতে তার
চিন্তা-মেঘে পুনর্ব্বার
গ্রাসিল রে মুখশশী শিহরে রমণী।
দুই গণ্ডস্থল দিয়া
অশ্রুনীর প্রবাহিয়া
পড়িছে ধরণী'পরে
বসুমতী স্নান করে
হায় রে বামার দুঃখে কাঁদিছে ধরণী।
কেন রে বিজন বনে কাঁদিছে কামিনী॥

নবীনা ষোড়শী বালা দুঃখেতে মগন।
উন্মীলি নয়ন-তারা
হেরিল শোভন তারা
আবার দুঃখেতে হেঁট করিল বদন।
কভু থাকে মৌন স্বরে
কখন রোদন করে
বহুবিধ বিলাপিয়া
বদনে বসন দিয়া
হায় পাগলিনী প্রায় করিছে রোদন।
বিদারিল গিরি-শৃঙ্গ ব্যাপিল কানন॥

প্রকাশি মনের কথা কহিল সুন্দরী।
"করিয়াছিলাম মনে
যাইয়ে বিজন বনে
জুড়াব তাপিত হিয়া বনশোভা হেরি।
শৈলবালা কত শত
প্রবাহিছে অবিরত
গৈরিক বালুকা গুণে সুনির্ম্মল বারি।
ঝরে যেন মন্দাকিনী ঝর ঝর ঝরি।

মনে ছিল এ সকল করি দরশন।
হৃদয়ের জ্বালা যত
সকলি হইবে হত
তা না হ'য়ে মন মম দহে অনুক্ষণ।
নিশ্চয় জেনেছি মনে
মম সম ত্রিভুবনে
অভাগা বিধাতা আর করেনি সৃজন।
সুখ মুখে শোকরাশি করিল গঠন॥

হায় রে আমার মত কে আছে দুখিনী
কেবা এই ধরাতলে
মোর মত দুঃখে জ্বলে
কাঁদিয়ে পোহায় কেবা দিবস যামিনী।
নয়নেতে অবিরত
বারি ধারা বহে কত
অশ্রুনীর নদী হ'য়ে
যাইতেছে প্রবাহিয়ে

বিধাতা করেছে মোরে ভারত কামিনী।
কে আছে আমার সম জনম-দুখিনী॥

বঙ্গনারী সমতুল্য দুর্ভাগা এমন
নাহিক কোথাও আর
খুঁজে দেখ ত্রিসংসার
নাহিক মিলিবে আর এদের মতন।
যদি দয়া ইচ্ছা মনে
কর বঙ্গনারীগণে
কর দয়া হবে লাভ ধর্ম্ম রত্ন ধন।
বঙ্গবালা পানে চাহ সদাশয়গণ॥

রে বিধাতঃ, কেন তব এত বিড়ম্বন!"
কহিতে কহিতে কথা
মরমে পাইয়ে ব্যথা
উচ্চৈঃস্বরে বিধুমুখী করিল রোদন।
সুখ-সূর্য্য অস্তাচলে
জনমে গিয়াছে চ'লে
পূর্ণিমা রজনী মোর
মনে হয় অন্ধ ঘোর
দুঃখ পারাবারে আমি হয়েছি মগন।
জনমের মত হায় রহিল রোদন॥

গেল চলি বিধুমুখী কাঁদিয়া কাঁদিয়া
উন্মাদিনী প্রায় বেশ
এলায়ে পড়েছে কেশ
যেন স্থিরা সৌদামিনী রয়েছে পড়িয়া।

বিধি কি উচিত তোর
দিতে এ যাতনা ঘোর
বঙ্গেতে পাঠালি কেন রমণী সৃজিয়া।
আবার দিইলি কেন অতলে ফেলিয়া॥

পাখী।

১

কে তুমি রে বিহঙ্গম ডাকিছ বসিয়া।
মধুর ললিত স্বরে
আহা কত সুধাক্ষরে
ডাকিতেছ ওরে পাখি কোথায় থাকিয়া।
বলনা আমারে তুমি যথার্থ করিয়া॥

২

বড় ভালবাসি আমি পাখিরে তোমায়।
ডাক রে বিহঙ্গ ডাক
পরাণ শুনে জুড়াক
এমন মধুর আর নাই রে ধরায়।
ও সঙ্গীত হৃদে মম অমৃত বর্ষায়॥

৩

বল দেখি কোন্ দেশে তব বাসঘর।
কোথায় সে অভিরাম
রমণীয় সুখ ধাম
দেখিতে কৌতুকী মম হতেছে অন্তর।
খুলে বল কোথা সেই দেশ মনোহর॥

৪

ওরে পাখি সত্য কথা বল্‌রে আমায়
সে দেশের বাসী যত
সবে কি তোমার মত
সদত আনন্দ-চিত্ত প্রফুল্লিত-কায় ?
ওরে পাখি সত্য কথা বল্‌রে আমায় ॥

৫

তোমার মধুর রব করিয়ে শ্রবণ।
পূর্ব্ব স্মৃতি কথা যত
এবে মনে হয় কত
অশ্রুজল ক্ষণেক্ষণে হতেছে পতন।
সহসা সঙ্গীতে কেন ঝরিল নয়ন ?

৬

জানি না সঙ্গীতে তোর আছে সুধা কত
যতই শুনিতে পাই
আবার শুনিতে চাই
জেগে ওঠে হৃদয়েতে পূর্ব্ব সুখ যত।
ভাসায় নয়ন-জলে হৃদয় নিয়ত ॥

৭

আর যে কিছুই ভাল লাগেনা এখন।
সদা ইচ্ছা করি মনে
পাখিরে তোমার সনে
সদত গগন-পথে করিব ভ্রমণ।
শুনিব ললিত কণ্ঠে অমৃত নিস্বন ॥

রোপণ করিয়াছিলাম আশালতা প্রেম-বনে।
ফলে ফুলে হবে বড় বড় আশা ছিল মনে ॥

অনেক আশায়, অনেক যত্নে, অনেক উৎসাহে, বহু পরিশ্রমে, একটি বৃক্ষ বপণ করিয়াছিলাম। বীজ বপণ করিয়া মনে কত অভিনব আশার সঞ্চার হইল, ফলে তাহাই হইল। অঙ্কুর হইল, ক্রমে দুই একটি পাতা দেখা দিল, আমার হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়া গেল। ঈশ্বর-কৃপায় বৃক্ষটি বাড়িতে লাগিল ; মনে করিলাম, এইবার আমার আশা পূর্ণ হবে। দিন দিন তরুটি বাড়িতে লাগিল, আমার আশা উৎসাহ তৎসঙ্গে বাড়িতে লাগিল। ফুল ধরিবার সময় হইল, বিধাতার এমনি বিড়ম্বনা, কালের এমনি কুটিল গতি, ফুল একটি আধটি হইল কিন্তু ঝরিয়া গেল, যদি ফুলই গেল তবে ফলের আশা নিরাশা। বড় আশা ছিল পরিণামে সুমধুর ফল ফলিবে। অভাগিনীর দুর্ভাগ্যবশতঃ সে আশা বিফল হইল !

হা ! দৈবের কি ভীষণ গতি ! স্মরণ হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। এক দিন অকস্মাৎ অশনি-সম্পাতে অভাগিনীর যত্নের ধন আশার তরু ক্ষণেকে ভস্মাবশেষ হইয়া গেল। যখন বৃক্ষটি পুড়িতে লাগিল, হতভাগিনীর অস্থি মজ্জাও তৎসঙ্গে সঙ্গে অঙ্গারাবশেষ হইল ! ওঃ কি পরিতাপ ! কি শোচনীয় অবস্থা ! সংসারের গতি বুঝা ভার ! এক দিন এই তরুর মত আমারও দশা হইবে।* যখন কালের প্রবল স্রোতে জীবন ভাসমান হইবে, তখন কোন প্রতিবন্ধকই মানিবে না। এত আশা, উৎসাহ, প্রফুল্লতা, কিছুই থাকিবে না। এ সংসারের কিছুই চিরস্থায়ী নয়, এত যত্নের দেহ ইহাই পুড়িয়া ছাই হইবে। সামান্য একটি বৃক্ষের জন্য যে

আক্ষেপ করিতেছি তাহা নয়। এ তরুটির নিধন হওয়ায় আমার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। এমন কি জীবন ধারণ অসহ্য ভারাবহ বলিয়া বোধ হইতেছে। তজ্জন্যই আক্ষেপ করিতেছি। হায়! অগ্রে যদি জানিতাম যে অকাল মৃত্যুতে এত মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিতে হইবে তাহা হইলে কদাচ এমন কায করিতাম না। এত দিনের পর আমার আশালতা সমূলে উৎপাটিত হইল। নিরাশা! তুমি আমার হৃদয় অধিকার করিলে? হায়! আর যে আমার মন বুঝে না, কোন প্রকারেই প্রবোধ দিতে পারিতেছি না। আমার একটি আত্মীয় বলিয়াছিলেন যে যদি তোমার মনকে কোনরূপে বুঝাইতে না পার তা হ'লে ঘাসের চাবড়া দিয়া বুজাইও আর ফাক থাকিবে না, বেশ বুঝিবে। অনেক পাষাণ দিয়ে বুজাইলাম, কোন মতে বুঝিল না। চিরদিন কখন সমান যায় না। এতদিনের পর আমার আশালতা পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইল। জগতে আর কেহ কখন তাহার নামও শুনিতে পাইবে না। কি পরিতাপ! কি পরিতাপ!

কোন একটি রমণী।

মনে কি পড়ে হে নাথ বলেছিলে মোরে
"যত দিন র'বে ভবে এ দেহ আমার,
রাখিব তোমারে আমি গলে হার ক'রে
ভুলিব না এ জনমে প্রতিজ্ঞা আমার।
তোরে যত ভালবাসি দেখাবার হ'ত
এখনি এ মন তাহা দেখাইয়া দিত॥

এস এস প্রিয়তমে তোমারে লইয়া
যাইব এখনি আমি গহন কাননে।
উভয়ে হইব সুখী উভয়ে হেরিয়া
মন-সুখে রব প্রিয়ে কাননে দুজনে।”

পুষ্পমালা দিই নাই তোমার গলায়।
সাজানু পুলকে যবে প্রাণেশ তোমারে,
বিচিত্র অপূর্ব্ব-ভাতি প্রণয়-মালায়
কি অপূর্ব্ব বেশে নাথ তুষিলে আমারে।
হইয়াছে এ শোভায় মুগ্ধ যার মন,
জানে ধরাধামে সেই প্রণয় কি ধন।

হাতে সূতা বাঁধি নাই লৌকিক আচারে,
কি দোষ হয়েছে তাহে বলহে এখন?
সূতায় প্রণয় কভু বাঁধিতে কি পারে?
প্রণয়-রজ্জুতে মন সুদৃঢ় বন্ধন
করিয়াছে অভাগীরে জনম-মতন।
ভুলিতে নারিব কভু থাকিতে জীবন॥

মানসে তোমারে নাথ বরিয়াছি আমি,
যা বলে বলুক লোকে আমিই তোমার।
জীবন-ঈশ্বর তুমি প্রিয়তম স্বামী,
তোমা বিনে অধিনীর গতি নাহি আর।
নেহারিনু যে দিবসে প্রাণেশ তোমারে,
অরপিনু প্রাণ মন সুকোমল করে॥

বড় ভালবাসিতাম প্রাণেশ তোমারে,
তাহার উচিত ফল দিয়াছ আমায়।

তুমি মোর স্বামী হ'য়ো জন্মজন্মান্তরে,
এ জীবনে যদি নাহি পেলেম তোমায় ॥
বাসনা সতত বড় ছিল মম মনে,
বসাব হৃদয়নাথ হৃদি-সিংহাসনে ॥

জীবন থাকিতে আমি ভুলিব না আর
মনোহর প্রিয়তম প্রফুল্ল আনন।
যাবৎ এ দেহ নাহি হইবে অঙ্গার
সদাই হেরিব হৃদে সরোজ নয়ন।
যাবৎ ধরণী তলে থাকিব জীবিত।
চিত্তপটে তব মূর্ত্তি রহিল অঙ্কিত ॥

উন্নতি।

বঙ্গসমাজ অনেক উন্নতি-সোপানে উঠিয়াছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন; কিন্তু ইহা স্বীকার করিবার পূর্ব্বে বিবেচনা করা উচিত, কিরূপে বঙ্গসমাজের উন্নতি হইল। নর, নারী, উভয় লইয়া সমাজ। যদি নারীগণ ঘোর অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন ও অলীক কুসংস্কারের বশ-বর্ত্তী হইয়া পশুভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিল, তবে সমাজের উন্নতি কি প্রকারে হইল? পুরুষ জাতির উন্নতি হইয়াছে এ কথা বলা যাইতে পারে। সমাজের উন্নতি কখনই বলা যাইতে পারে না। বঙ্গীয় পুরুষগণ ভারতাঙ্গনাদিগকে পশুভাবে অবলোকন করেন। হায়! কি দুঃখের বিষয়, পুরুষজাতির অর্দ্ধাঙ্গিনী মহিলারা পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট; কারণ বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি স্বত্বেও যে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য থাকিল, যাহার হৃদয়ে জ্ঞান-

সূর্য্যের কমনীয় কান্তি প্রকাশ না পাইল, তাহার জীবন পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট তাহার সন্দেহ নাই। করুণাময় পরমেশ্বর বহুজীব-সমাকীর্ণ এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন। তিনি যে হস্তে পুরুষজাতিকে সৃজন করিয়াছেন, আবার সেই হস্তেই নারী জাতিকে সৃজন করিয়াছেন। পুরুষজাতি যে জ্ঞানবান হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবে, আর নারীজাতি যে অসীম দুঃখসাগরে নিমগ্ন থাকিবে, ইহা তাঁহার কখনই অভিপ্রেত নহে। তবে বঙ্গমহিলার অবনতির কারণ কি? কাহার দোষে এ হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে? ইহার দায়ী কে? সমাজের প্রধান দোষ বাল্যবিবাহ। ইহা যে কত অনিষ্টজনক তাহা বলা যায় না। প্রথমতঃ বালিকাগণ কৌমারাবস্থায় পিতৃগৃহে প্রতিপালিত হয়েন; পিতা মাতা কোথায় তনয়ার জ্ঞানদানে উদ্‌যোগী হইবেন, না তাহাকে সংসারভার অর্পণ করিবার ইচ্ছায় ব্যতিব্যস্ত হয়েন। একাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইতে না হইতে পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইল। পরিণয় যে কি তাহা বালিকা জানিল না। এ অবস্থায় নারীগণ সম্পূর্ণ পরের অধীন হইল। শ্বশুর, শাশুড়ী একাদশ বর্ষীয়া পুত্রবধূকে গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা করিলেন। পুত্রবধূ কি প্রকারে ত্বরায় সাংসারিক ভার গ্রহণে সক্ষমা হইবেন এই চিন্তাই প্রধান বলবতী হইয়া উঠিল। স্বামী এক অপূর্ব্ব খেলনা প্রাপ্ত হইলেন, স্ত্রীর মঙ্গলের বিষয় একবারও চিন্তা করিলেন না। হরিবোল হরি! এত দিনের পর আশার আকাশ ফরসা হইল, সকল সাধ মিটিল। বালিকা গৃহিণী হইল। পরিজনবর্গে অসীম সুখসাগরে সন্তরণ দিলেন। বালিকার জ্ঞানের দ্বার অবরোধ

হইল। এখন জিজ্ঞাসা করি, বঙ্গাঙ্গনার হীনাবস্থার কারণ কে? তাহারা নিজে, না অপর কেহ? উত্তর—এই বঙ্গীয় পুরুষজাতি। তাঁহারা কোট পেণ্টুলেনের উপর উন্নতি সংস্থাপন করেন। তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত, অর্দ্ধাঙ্গিনী মহিলারা যদি হীনাবস্থায় কালক্ষেপণ করিল তবে আর তাঁহাদের উন্নতিতে সুখ কি? স্ত্রীবিদ্যা কতদূর সুখকরী বোধ হয় সকলেই তাহা বিদিত আছেন। দুঃখের বিষয় স্ত্রীজাতির শিক্ষাবিষয়ে কেহ তাদৃশ মনোযোগী নহেন। তাঁহাদের জন্য স্কুল নাই যে যুবতীরা শিক্ষালাভ করিবে। আর থাকিলেই বা কি হবে? কেহই আপনার স্ত্রী, কন্যাকে বিদ্যাবতী করিতে ইচ্ছা করেন না। অনেকে মনে করেন, বামা জাতি লেখা পড়া শিখিলে কুফল ফলিবার সম্ভাবনা। এই কুসংস্কার যত দিন না বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত হইবে ততদিন কোন ক্রমে বঙ্গমহিলাদের উন্নতির উপায় নাই।

যে মহাত্মা স্ত্রীবিদ্যা-বিষয়ে সম্যক্ উদ্‌যোগী, তিনি শত শত ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই। হায়! কবে এমন সুখের দিন সমাগত হইবে, যে দিনে সমস্ত বঙ্গাঙ্গনা বিদ্যাবতী হইয়া নির্ম্মল পবিত্র মূর্ত্তি ধারণ করিবে!

বসন্ত সমাগমে

বসন্ত সমাগমে ধরণী মধুরভাবে পরিপূর্ণ। বৃক্ষগণ নবপল্লবভূষণে ভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। প্রতি বৃক্ষই মুকুলিত, মধুপগণ মধুলোভে উন্মত্ত-

* এই প্রবন্ধটী এবং ইহার পরেরটী ভাদ্র মাসের বঙ্গমহিলায় প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রায় চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দিক্‌হারা পথিকের ন্যায় শাখায় শাখায় বেড়াইতেছে। সুস্নিগ্ধ মলয়-পবন ঝুর ঝুর করিয়া গৃহে গৃহে, গহনে গহনে, প্রতি মনুষ্যের কর্ণে কর্ণে বসন্ত-আগমন-বার্ত্তা জানাইতেছে। পক্ষিগণ আনন্দে বিভোর হইয়া স্রষ্টার গুণানুবাদ করিতেছে, ও মধুর কূজনধ্বনিতে গগন ভরিয়া ধরাময় সুধা বিকীর্ণ করিতেছে। নিলীম নৈশ-গগনে চন্দ্রমা হাসিতেছে, নক্ষত্রনিকর হাসিতেছে, জোনাকী সকল দল বাঁধিয়া পাদপ-শিরঃ রঞ্জিত করিয়া তারাগণকে ব্যঙ্গ করিতেছে। সকলই মধুময়, সকলই স্নিগ্ধ, মনোহর ও কমনীয় শোভায় শোভিত। সকলেই আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন। কিন্তু আমার এ সকল কিছুই ভাল লাগিতেছে না। হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে, আমি পাপী, পাপী অপেক্ষাও পাপী, মহাপাপী! হৃদয়-বিহারি দীনবন্ধো! তুমি কোথায়? কোথায় গেলে তোমার শান্তি-ক্রোড়ে স্থান পাইব? পিতঃ! তুমি রাজাধিরাজ মহারাজ! নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি! আমি তোমার ভিখারী সন্তান। বিশ্বজননি! তুমি সকলের জননী, তুমি আমার স্নেহময়ী জননী। মা! তোমার অভাগিনী তনয়ার অনুতাপ-দগ্ধ-হৃদয়ে শান্তিবারি দান কর, সন্তানের রোদন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া জননী কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে! সকল ভুবন তোমার মহিমা-গানে নিমগ্ন, আমি কি মহাপাপী, একবার ভুলেও তোমার নাম লই না, তোমার অপার করুণায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছি, তোমার সৃজিত বায়ুতে নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি। দীননাথ! এত যে তোমার করুণা, এ করুণা আমি দিনান্তে একবারও স্মরণ করি না,

হা! আমার জীবন অজ্ঞান-তিমিরে চিরমগ্ন রহিয়াছে। হে বিশ্বপাতঃ! এ মোহজাল ছিন্ন করিতে তোমা ভিন্ন আর কাহারও ক্ষমতা নাই। এই নবাগত বসন্ত তোমার আজ্ঞায় তোমার অসীম করুণা ঘোষণা করিতে ধরায় আগমন করিয়াছে। তুমিই ইহার স্রষ্টা, যে দিকে চাহিতেছি সেই দিকই মধুর মধুর ভাবে পরিপূরিত, সকলেই ঈশ্বর-প্রেমে নিমগ্ন, বিহঙ্গম সকল মধুর কূজনচ্ছলে চরাচরের বিশ্বপাতার অসীম করুণা ঘোষণা করিতেছে। মনোহর শ্যামল বিটপীশ্রেণী অবনতশিরে ঈশ্বর-চরণে প্রণিপাত করিতেছে। দরদরিত ধারায় নিশার নীহারবিন্দু প্রেমাশ্রুরূপে ধরা অভিষিক্ত করিতেছে। বসন্ত! তুমি ধন্য! নির্ম্মলচিত্তে ধাতার আদেশ প্রতিপালন করিতেছ। সাবধান, যেন ঐশ্বর্য্য-মদে উন্মত্ত হইয়া দয়াময় স্রষ্টাকে ভুলিও না।

উদিল বসন্ত ঋতু বসুন্ধরা মাঝারে।
বিহঙ্গ নিনাদচ্ছলে, জয় জগদীশ ব'লে,
গায় মনঃকুতূহলে কিবা মধুর স্বরে।
উন্নত পাদপ-শিরে, মলয়-অনিল ধীরে
বহিল, মঞ্জরী তাহে মৃদু মৃদু দুলিল।
নবীন মুকুলরাশি, ধরে শোভা রাশি রাশি,
সৌরভে আকুল হ'য়ে মধুকর উড়িল।
গুন্ গুন্ মৃদু স্বরে, ঈশ-গুণ গান করে,
আনন্দে বিভোর তনু বিভু-প্রেমে মাতিল।
বসিয়ে রসাল-ডালে, পিকবর কুতূহলে,
আনন্দে মধুর স্বরে কুহুরব করিল।
ফুটিল কুসুমচয়, নবীন সৌন্দর্য্যময়,
প্রকৃতি কুসুম-দামে অপরূপ সাজিল।

ফুলভরে তরুগণ, নতশির অনুক্ষণ,
প্রেম-মকরন্দ-বারি অবিরল ঝরিল।
ধন্য হে বসন্ত তুমি, তোমারে জগতস্বামী,
স্বহস্তে গঠন ক'রে ধরণীতে পাঠা'ল।
দেখ, হে বসন্তরাজ, সাধিতে পিতার কাজ,
আনন্দে উন্মত্ত হয়ে কভু যেন না ভু'ল।
হিতশিক্ষা অনুক্ষণে, শিখাও মানবগণে,
বিফলে দিবস যেন নাহি যায় চলিয়ে।
কুটিল মানব-মন, জানেনা ঈশ কি ধন,
অলীক আনন্দাবেশে দেয় প্রাণ ঢালিয়ে।
তোমার প্রেরক যিনি, কোথায় থাকেন তিনি,
ব'লে দাও ঋতুরাজ যাই সেথা চলিয়ে।
'দীননাথ কৃপাসিন্ধু, দাও কৃপা বারিবিন্দু,'
কাতরে কাঁদিয়ে ক'ব চরণেতে পড়িয়ে।
সন্তান-রোদন শুনে, পিতা সুকোমল প্রাণে,
লবেন জনক মোরে সুকোমল কোলেতে।
ব'লে দাও ঋতুরাজ, কোথা সে রাজাধিরাজ?
নাহি কি সে পুণ্যধাম কলুষিত জগতে?

মান্দ্রাজ-দুর্ভিক্ষ।

১

ভারতে আবার কেন হাহাকার ধ্বনি।
ভীষণ নিনাদ করি
বাজিল অকাল ভেরি
অনশনে মরিতেছে লক্ষ লক্ষ প্রাণী।
কে আর শুনিবে সেই দুঃখের কাহিনি॥

২

মান্দ্রাজ-দুর্ভিক্ষ শুনে প্রাণ ফেটে যায়।
উলঙ্গ কৃপাণ করে
যতনে ধারণ ক'রে
দুর্ভিক্ষ ভীষণ বেশে হায়! হায়! হায়!
প্রথমে পশিল আসি দরিদ্র-চালায়॥

৩

অনাথ হইল হায় যত গৃহিজন।
দিন্ রাত্ খেটে খেটে
নাহি মুষ্টি অন্ন পেটে
নিরাহারে প'ড়ে আছে শবের মতন।
কে দিবে যতনে মুখে সলিল ওদন?

৪

কি হ'ল! কি হ'ল! হায় কি হ'ল! কি হ'ল!
দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী আসি
শত লক্ষ প্রাণী নাশি
চৌদিক ব্যাপিয়া হায় জ্বালিল অনল।
জ্বলিল সোণার বঙ্গে ঘোর চিতানল।

৫

প'ড়ে আছে শিশু-পুত্র শবের মতন।
জনক কাঁদিছে পাছে
দয়িতা তাহার কাছে
হাহাকারে করিতেছে ধরায় লুণ্ঠন।
জ্বলিছে জঠরানল সংহার-জীবন॥

৬

কে দিবে আহার তারে করিয়ে যতন।
কে চাহিবে মুখপানে
জীবন ওদন দানে
বাঁচাইবে দরিদ্রের অমূল্য জীবন
আছে কি কোথাও হেন পুরুষ-রতন।

৭

জনক জননী ত্যজি সন্তান-মায়ায়
লয়ে ছুরি খরশাণ
বধে তনয়ের প্রাণ,
আবার লইয়ে হানে আপন গলায়।
নিভাতে শোকের জ্বালা হায়! হায়! হায়!

৮

নচেৎ কে করে বল তনয় বিক্রয়?
জননী জীবন ধ'রে
সন্তানে বিক্রয় করে
সামান্য অর্থের তরে হায়! হায়! হায়!
পাষাণ এ কথা শুনে মরি গ'লে যায়।

৯

যে শুনে এ কথা তার কেঁদে ওঠে প্রাণ।
অন্নাভাবে কত শত
মরিতেছে অবিরত
এক দিনে ছয় লক্ষ শ্মশানে শয়ান,
কাঁদিল ভারত-মাতা, কাঁদিল পাষাণ।

১০

কোথা গো ভারতেশ্বরি ইংলণ্ডবাসিনি !
চেয়ে দেখ একবার
মান্দ্রাজের ছারখার
জঠর-অনলে পুড়ে দিবস যামিনী
ছট্‌ফটি করে সবে হাহাকার ধ্বনি।

১১

এখন নিশ্চিন্ত থাকা তব অনুচিত।
কর কর দয়া দান
রাখ তনয়ের প্রাণ
ঘুচাও দারিদ্র্য-জ্বালা কর গো বিহিত।
নচেৎ মান্দ্রাজবাসী মরিবে নিশ্চিত॥

১২

ধনবান ছিল যারা দরিদ্র এখন।
দরিদ্র আছিল যারা
পথে পথে ফেরে তারা
হা অন্ন হা অন্ন করি করিছে রোদন।
সবার শোণিত শোষে দারিদ্র্য-ভীষণ॥

১৩

নিরানন্দ মনে ঐ কৃষক সুজন।
বসিয়া ক্ষেত্রের তলে
ভাসিয়া নয়ন জলে
ভাবিছে কোথায় ধান্য বঙ্গের জীবন।
কেমনে বাঁচাব হায় দারসুতগণ॥

১৪

এ দুঃখ ঘুচাতে আর নাহি অন্য জন
বিনা সে ত্রিলোক-পাতা
কে আছে এমন দাতা
অকাতরে বাঁচাইবে দরিদ্র-জীবন ?
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যিনি করেন পালন ॥

১৫

হে বিভো করুণাময় কাঙ্গাল-শরণ ।
দুর্ভিক্ষ করাল গ্রাসে
কত লক্ষ প্রাণ নাশে
ঘুচাও দারিদ্র্য-জ্বালা রাখহ জীবন ।
করযোড়ে এই ভিক্ষা পতিতপাবন ॥

সম্পূর্ণ।